রচনাভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। *রাজ্যসভার গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো।*
[Discuss the Composition and Functions of the Rajya Sabha.]

উত্তর। রাজ্যসভার গঠন

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা— পার্লামেন্ট বা সংসদ হল দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। এর উচ্চকক্ষ বা দ্বিতীয় কক্ষের নাম রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা।

ভারতের সংবিধানের ৮০নং ধারায় বলা হয়েছে যে ২৫০ জন সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত হবে। এর সদস্যদের ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) **রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত সদস্য :** রাজ্যসভায় ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন করেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে এই সদস্যদের রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই তিনি এঁদের মনোনীত করে থাকেন।

(খ) **অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে নির্বাচিত সদস্য :** অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে ২৩৮ জন সদস্য নির্বাচিত হন। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ একক-হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট পদ্ধতির দ্বারা রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচিত করেন।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে যেসব প্রতিনিধি রাজ্যসভায় আসেন, তাঁরা একটি নির্বাচক সংস্থা (Electoral College)-এর দ্বারা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচক সংস্থাও একক-হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট পদ্ধতি দ্বারা রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচিত করেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে রাজ্যসভায় সদস্যদের নির্বাচন সম্পর্কিত পদ্ধতি সংসদ আইন করে ঠিক করে দেয়।

সংবিধানে ৮৪নং ধারায় রাজ্যসভার সদস্য হতে গেলে কী-কী যোগ্যতা প্রয়োজন, তার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, (ক) প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। (খ) বয়স হতে হবে কমপক্ষে ৩০ বছর। (গ) সংসদ আইন প্রণয়ন দ্বারা যেসব যোগ্যতা ঠিক করে দেবে, প্রার্থীকে সেইসব যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

রাজ্যসভায় পদাধিকার বলে উপরাষ্ট্রপতি চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করেন।

● রাজ্যসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি :

রাজ্যসভা হল কেন্দ্রীয় আইনসভা তথা সংসদের দ্বিতীয় কক্ষ। নিম্নকক্ষ লোকসভার মতো ক্ষমতা ও মর্যাদা রাজ্যসভা ভোগ করে না। রাজ্যসভার উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল—

(ক) **আইন প্রণয়নমূলক কাজ :** কেবলমাত্র অর্থবিল ব্যতীত সাধারণ বিল পাশের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। সাধারণ বিল রাজ্যসভা অথবা লোকসভা যে-কোনো কক্ষেই উত্থাপন করা যায়। কোনো বিল যদি লোকসভায় গৃহীত হয় এবং গৃহীত বিলটিকে যদি রাজ্যসভা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তা আইনে পরিণত হবে না। আবার সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে অথবা অর্থবিল ছাড়া অন্য যে-কোনো বিলের ক্ষেত্রে লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলে, ওই মতভেদের নিষ্পত্তি করার জন্য রাষ্ট্রপতি একটি যৌথ অধিবেশন ডাকেন। এই যৌথ অধিবেশনে লোকসভার স্পিকার সভাপতিত্ব করেন। এই যৌথ অধিবেশনে লোকসভা তার সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তিতে জয়ী হয়। আবার কোনো বিল-সম্পর্কিত ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিলে যৌথ অধিবেশন ডাকার ব্যাপারটিও মন্ত্রীসভার হাতে থাকে। তাই বলা যায় যে, রাজ্যসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

(খ) **সরকার গঠন :** রাজ্যসভা সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ভোগ করে না। মূলত সংসদীয় ব্যবস্থার রীতি অনুসারে জনপ্রিয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রীরা নিযুক্ত হন রাষ্ট্রপতি দ্বারা। অতএব, ভারতে রাজ্যসভায় কোনো দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতার ওপর নির্ভর করে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। তবে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদ গঠনের সময় রাজ্যসভা থেকে নিজ দলের কোনো সদস্যকে অথবা জোটের কোনো সদস্যকে মন্ত্রীসভায় রাখতে পারেন। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভার কোনো সদস্যকে বিশেষ কোনো দপ্তরের দায়িত্বও দিতে পারেন।

(গ) **নির্বাচনমূলক ক্ষমতা :** রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় লোকসভা ও রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছাড়া অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যরা সমান ক্ষমতা ভোগ করেন। আবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় যে নির্বাচক সংস্থা গঠিত হয়, তাতে রাজ্যসভা ও লোকসভা— উভয়কক্ষেরই সদস্য থাকেন। অর্থাৎ, রাজ্যসভা ও লোকসভার সদস্যরা রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় সমান ক্ষমতা ভোগ করে।

(ঘ) **রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে ক্ষমতা :** জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে সংসদকে রাজ্য-তালিকাভুক্ত কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য যদি রাজ্যসভা উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী

সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করে ; তাহলে রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারবে। [২৪৯(১)নং ধারা]

(ঙ) **সর্বভারতীয় চাকরি সৃষ্টি** : জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে যদি এক বা একাধিক চাকরি সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে বলে রাজ্যসভা মনে করে এবং যদি ওই সভায় উপস্থিত ও ভোট-প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন দ্বারা প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, তাহলে সংসদ সে বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। [৩১২নং ধারা]

(চ) **সংবিধান-সংশোধনের ক্ষমতা** : রাজ্যসভা ও লোকসভা সংবিধান-সংশোধনের ক্ষেত্রে উভয়েই সমান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবিধান-সংশোধন সম্পর্কিত প্রস্তাব রাজ্যসভা অথবা লোকসভার যে-কোনো কক্ষে উত্থাপিত হতে পারে। কেবলমাত্র লোকসভায় উত্থাপিত হলেই তা কার্যকর হবে না। অর্থাৎ সংবিধান-সংশোধন বিল উভয়কক্ষ দ্বারা গৃহীত না-হলে সংশোধন বিলটি বাতিল হয়ে যাবে। আবার যদি বিলটি একটি কক্ষে গৃহীত হলে অপর কক্ষ তা বাতিল করে, তাহলে সেরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যৌথ অধিবেশন ডেকে বিরোধের বা মতভেদের বিষয়টি দূর করা যাবে কিনা, সে সম্পর্কে সংবিধানে কোনো নির্দেশ নেই।

(ছ) **জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা** : জাতীয় জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা সংসদ দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। সংসদ অনুমোদন না-করলে তা ১ মাসের বেশি বজায় থাকবে না। জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণার প্রস্তাবটি অনুমোদনের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা ও লোকসভা— উভয়েই সমান ক্ষমতা ভোগ করে। উভয়কক্ষে যদি ওই প্রস্তাব গৃহীত না-হয়, তাহলে তা বাতিল হয়ে যায়, অর্থাৎ, কার্যকর হয় না। তবে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে লোকসভার ক্ষমতা বেশি। জরুরি অবস্থা ঘোষণা থাকাকালীন সময়ে মৌলিক অধিকারের প্রয়োগ যাতে স্থগিত রাখা হয়, তার জন্য রাষ্ট্রপতির আদেশ অথবা মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বিল প্রভৃতি ক্ষেত্রে উভয়কক্ষেরই অনুমোদন দরকার হয়।

(জ) **অপসারণগত ক্ষমতা** : লোকসভা ও রাজ্যসভা রাষ্ট্রপতি, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ প্রমুখকে অপসারণের ক্ষেত্রে সমান ক্ষমতা ভোগ করলেও উপরাষ্ট্রপতিকে অপসারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব রাজ্যসভায় প্রথমে উত্থাপন করতে হবে।

● **মূল্যায়ন :**

রাজ্যসভা— কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষ বা দ্বিতীয় কক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারে উচ্চকক্ষে সমপ্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ভারতে রাজ্যসভা গঠনের ক্ষেত্রে সম-প্রতিনিধিত্বের নীতিটি স্বীকৃত হয়নি। এখানে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। সুতরাং, গঠনগত দিক থেকে এর ত্রুটি যথেষ্ট। কারণ, যে রাজ্যের জনসংখ্যা যত বেশি হবে, সেই রাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যাও তত বেশি হবে। ফলে, যে রাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যা বেশি হবে, সেই রাজ্যের প্রতিনিধির ক্ষমতাও বেশি বলা বাহুল্য।

গঠনগত দিক থেকে রাজ্যসভার ত্রুটি থাকলেও একে একেবারে অপ্রয়োজনীয় কক্ষ বলা যায় না। কারণ সাধারণ বিল পাশ, সংশোধনী বিল পাশের ক্ষেত্রে ও জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে উভয়কক্ষই সমান ক্ষমতার অধিকারী।

আবার দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্যসভার যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা আছে, তা উল্লেখযোগ্য। যেমন— জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে কোনো আইন প্রণয়নের জন্য সংসদকে অনুরোধ করা এবং All India Services-এর ক্ষেত্রে নতুন পদ সৃষ্টির ব্যাপারে ভূমিকা। কাজেই সংসদীয় ব্যবস্থায় রাজ্যসভা অপ্রয়োজনীয় পরিষদ নয়, এটি একটি কার্যকর সভা বলা যায়।

প্রশ্ন : ২। লোকসভার গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো।
[Discuss the Composition and Functions of the Lok Sabha.]

উত্তর। লোকসভার গঠন

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা— সংসদ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। এর নিম্নকক্ষ বা প্রথম কক্ষের নাম লোকসভা। লোকসভাকে জনপ্রতিনিধি কক্ষ বলা হয়।

লোকসভা ৫৫২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এদের মধ্যে—

(ক) অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে নির্বাচিত সদস্য— ৫৩০ জন,

(খ) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে নির্বাচিত সদস্য— ২০ জন, এবং

(গ) রাষ্ট্রপতি ইঙ্গ-ভারতীয়দের মধ্য থেকে মনোনয়ন করবেন— ২ জন সদস্য।

তবে লোকসভার সদস্যদের চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি,

(খ) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি,

(গ) জাতীয় রাজধানী অঞ্চল থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং

(ঘ) রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত ইঙ্গ-ভারতীয় প্রতিনিধি।

লোকসভায় তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যথা—

(ক) তপশিলি জাতিভুক্তদের জন্য— ৭৯টি এবং

(খ) তপশিলি উপজাতিদের জন্য— ৪০টি আসন।

লোকসভার সদস্য হতে গেলে প্রার্থীকে অবশ্যই কিছু যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। এই যোগ্যতাগুলি হল—

(ক) প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে;

(খ) কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে;

(গ) সংসদ আইন করে যে যোগ্যতা স্থির করে দেবে, প্রার্থীকে অনুরূপ যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

• ক্ষমতা ও কার্যাবলি :

ভারতে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নিম্নকক্ষ হল লোকসভা। লোকসভার সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন বলে একে জনপ্রিয় কক্ষও বলা হয়। লোকসভার উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল—

○ **আইন-প্রণয়নমূলক ক্ষমতা :** লোকসভা কতকগুলি আইন-প্রণয়নের অধিকারী। যথা— কেন্দ্রীয় তালিকা ও যুগ্মতালিকার ক্ষেত্রে লোকসভা আইন-প্রণয়ন করতে পারে। আবার এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যেখানে সংবিধান অনুসারে লোকসভা রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করতে পারে।

○ **অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা :** অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে লোকসভার ভূমিকা এককভাবে প্রতিষ্ঠিত। লোকসভা অর্থবিল ও অর্থ-সংক্রান্ত বিলের ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কোনো বিল অর্থবিল কিনা, তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে স্পিকার যে সিদ্ধান্ত দেবেন, তা-ই চূড়ান্ত বলে বিবেচ্য। তা ছাড়া কেবলমাত্র লোকসভায়ই অর্থবিল উত্থাপিত হতে পারে। লোকসভায় অর্থবিল গৃহীত হলে তা রাজ্যসভার সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। রাজ্যসভা খুব বেশি হলে

১৪ দিন পর্যন্ত বিলটিকে আটকে রাখতে পারে। ওই সময়সীমার মধ্যে রাজ্যসভা বিলটি ফেরত না-পাঠালে বিলটি গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

আবার লোকসভা সরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করে। লোকসভা তার Estimate Committee দ্বারা সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যয় হচ্ছে কিনা, তার অনুসন্ধান কাজ চালায়।

○ **মন্ত্রীসভা গঠন ও অপসারণমূলক কাজ :** লোকসভা মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত রাষ্ট্রপতি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। মন্ত্রীদের লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে থেকে মনোনীত করলেও রাজ্যসভা থেকে প্রয়োজন হলে মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন।

লোকসভা মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ ও অপসারণ করতে পারে। মন্ত্রীসভা এবং ক্যাবিনেট সর্বদা লোকসভার কাছে সকল কাজের জন্য দায়িত্বশীল থাকে। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ, প্রশ্ন উত্থাপন প্রভৃতি দ্বারা লোকসভা মন্ত্রীদের সংযত ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তা ছাড়া লোকসভা যদি ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে, তাহলে সমগ্র ক্যাবিনেট এবং মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। আবার যদি কোনো সরকারি বিল লোকসভা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, মন্ত্রীসভা ওই কক্ষের আস্থা হারিয়েছে। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। তবে উল্লেখযোগ্য যে, যদি রাজ্যসভায় বিলটি প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহলে মন্ত্রীসভার পদত্যাগের কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

○ **সংবিধান-সংশোধনমূলক ক্ষমতা :** লোকসভা সংবিধান-সংশোধনের কাজও করে থাকে। এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলির ক্ষেত্রে সংবিধান-সংশোধনের জন্য অঙ্গরাজ্যের আইনসভাসমূহের অন্তত অর্ধেকের সমর্থন দরকার হয়। যেমন— রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতা বণ্টন, সুপ্রিমকোর্ট-সংক্রান্ত বিষয়, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ব্যাপারে, হাইকোর্ট-সংক্রান্ত ব্যাপারে, সংবিধান-সংশোধন পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা নিতে হয়। এই বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সংবিধান-সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে রাজ্যসভা ও লোকসভা— উভয়ই সমক্ষমতার অধিকারী।

○ **সাধারণ বিল পাশ সংক্রান্ত ক্ষমতা :** লোকসভা ও রাজ্যসভা— উভয়ই সাধারণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমান ক্ষমতা ভোগ করে। কোনো কক্ষে সাধারণ বিল অনুমোদিত হলে তা অপর কক্ষে পাঠানো হয়। কিন্তু যদি উভয়কক্ষের মধ্যে বিলটি অনুমোদনের বিষয় নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১০৮নং ধারা অনুযায়ী একটি যৌথসভা ডাকেন। এই যৌথসভায় লোকসভার স্পিকার সভাপতিত্ব করেন। এইসময় ওই বিলটির ভাগ্য নির্ধারিত হয় সভায় উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের ভোট দ্বারা। এখানে লোকসভার সদস্যসংখ্যা— রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যার তুলনায় বেশি বলে শেষ পর্যন্ত লোকসভার সমর্থনই প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

○ **অন্যান্য ক্ষমতা :** এ ছাড়াও লোকসভা অন্যান্য আরও অনেক কাজ করে। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি হল—

(ক) জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের সময় লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের মধ্যে থেকে যদি ⅔ অংশের সদস্যদের দ্বারা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে পারেন।

(খ) তপশিলি জাতি ও উপজাতি বিষয়ক কমিশন, নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষকের রিপোর্ট, অর্থ কমিশনের রিপোর্ট, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের রিপোর্ট প্রভৃতি আলোচিত হয়ে গেলে লোকসভা তার নিজ অভিমত জানায়।

(গ) লোকসভার কিছু বিচারসংক্রান্ত কাজও আছে। যেমন—

লোকসভা অধিকারভঙ্গ-জনিত কারণে কোনো সদস্যকে অথবা বাইরের কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে।

পরিশেষে, লোকসভার কোনো সদস্য দীর্ঘদিন লোকসভায় উপস্থিত না-থাকলে, এর কারণ স্পিকারকে জানাতে হয়। কিন্তু স্পিকারকে না-জানিয়ে কোনো সদস্য যদি একটানা (অন্তত ৬০ দিন) সভায় অনুপস্থিত থাকে, তাহলে ওই সদস্যের আসনটি শূন্য আছে বলে লোকসভা ঘোষণা করতে পারে।

প্রশ্ন : ৩। ভারতের পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।
[Analyse the relation between the two houses of Parliament in India.]
অথবা
লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে সাংবিধানিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।
[Analyse the constitutional relation between the Lok Sabha and the Rajya Sabha.]

উত্তর : লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে সাংবিধানিক সম্পর্ক

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা— সংসদ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। এর উচ্চকক্ষ হল রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষ হল লোকসভা। উভয়ের গঠন, কার্যকাল, যোগ্যতা ও ক্ষমতাগত দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

উচ্চকক্ষ বা দ্বিতীয় কক্ষ	রাজ্যসভা সদস্য — ২৫০ জন পরোক্ষভাবে নির্বাচিত — ২৩৮ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত — ১২ জন
নিম্নকক্ষ বা প্রথম কক্ষ	লোকসভা সদস্য — ৫৫২ জন প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত — ৫৫০ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত — ২ জন

• গঠনগত দিক থেকে পার্থক্য :

রাজ্যসভার তুলনায় লোকসভার সদস্য দ্বিগুণ। দ্বিতীয় কক্ষ রাজ্যসভা গঠিত হয় ২৫০ জন সদস্য নিয়ে। এদের মধ্যে অঙ্গরাজ্যগুলি ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে ২৩৮ জন সদস্য নির্বাচিত হন এবং রাষ্ট্রপতি ১২ জন সদস্যকে মনোনীত করেন। এই ১২ জন সদস্যকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, সমাজসেবা প্রভৃতিতে পারদর্শীদের মধ্যে থেকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন।

অপরদিকে লোকসভার সদস্যসংখ্যা রাজ্যসভার তুলনায় বেশি। লোকসভায় ৫৫২ জন সদস্য। এদের মধ্যে অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে ৫৩০ জন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে ২০ জন

নির্বাচিত হবেন। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি ইঙ্গ-ভারতীয়দের মধ্যে থেকে ২ জন সদস্যকে মনোনয়ন করবেন।

● **কার্যকালগত দিক থেকে পার্থক্য :**

রাজ্যসভা হল একটি স্থায়ী সভা। এই সভার প্রত্যেক সদস্যের কার্যকাল হল ৬ বছর; কিন্তু প্রত্যেক ২ বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে অবসর নিতে হয় এবং ওইসব শূন্যপদে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সদস্য নির্বাচিত করে সংখ্যা পূর্ণ করা হয়।

অপরদিকে লোকসভার সাধারণ কার্যকাল হল ৫ বছর; কিন্তু এই সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন। আবার জরুরি অবস্থা বজায় থাকলে লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানো যায়।

● **যোগ্যতাগত পার্থক্য :**

রাজ্যসভার প্রার্থী হতে গেলে প্রার্থীকে কমপক্ষে ৩০ বছর বয়স্ক হতে হবে।

অপরদিকে লোকসভার প্রার্থী হতে গেলে প্রার্থীকে কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে।

● **ক্ষমতাগত পার্থক্য :**

সাংবিধানিক দিক থেকে রাজ্যসভা ও লোকসভার ক্ষমতাগত সম্পর্ককে তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যথা—

(১) কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকসভার প্রাধান্য বেশি, রাজ্যসভার প্রাধান্য কম;

(২) কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজ্যসভার প্রাধান্য বেশি, লোকসভার প্রাধান্য কম;

(৩) আবার এমন কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে উভয়কক্ষই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন।

○ **লোকসভার প্রাধান্য :** এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে লোকসভা বেশি ক্ষমতা ভোগ করে। যথা—

(ক) অর্থবিল পাশের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার মূলত কোনো ক্ষমতা নেই। রাজ্যসভা সুপারিশ করতে পারলেও লোকসভার পক্ষে তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়।

(খ) মন্ত্রীসভা তার কাজের জন্য লোকসভার কাছে দায়বদ্ধ। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। আবার লোকসভার আস্থা বা অনাস্থার ওপর মন্ত্রীসভার নির্দিষ্ট কার্যকালের পূর্বে টিকে থাকা নির্ভর করে।

(গ) জরুরি অবস্থা অনুমোদন করতে হলে রাজ্যসভা ও লোকসভার ক্ষমতা সমান হলেও জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করার সময় লোকসভাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানালে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে পারেন।

(ঘ) সাধারণ বিল পাশের ক্ষেত্রে উভয়ের ক্ষমতা সমান হলেও লোকসভা বেশি ক্ষমতা ভোগ করে বিরোধ উপস্থিত হলে। অর্থাৎ, কোনো বিল সম্পর্কে লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হলে একটি যৌথ অধিবেশন দ্বারা বিলটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়। এই অধিবেশনে লোকসভার স্পিকার সভাপতির ভূমিকা পালন করেন। আবার রাজ্যসভার তুলনায় লোকসভার সদস্যসংখ্যা বেশি বলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিলটি পাশ হয়ে যায়। কাজেই পরোক্ষভাবে লোকসভার প্রাধান্য এক্ষেত্রে বজায় থাকে।

○ **রাজ্যসভার প্রাধান্য :** সংবিধানে এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যেগুলিতে রাজ্যসভা বেশি পরিমাণে ক্ষমতা ভোগের অধিকারী। যথা—

(ক) রাজ্যসভা একটি স্থায়ী কক্ষ। একে ভেঙে দেওয়া যায় না। রাজ্যসভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর। অথচ রাষ্ট্রপতি লোকসভাকে ভেঙে দিতে পারেন।

(খ) উপরাষ্ট্রপতিকে অপসারণের জন্য রাজ্যসভা এককভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করার অধিকারী।

(গ) জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে সংসদকে রাজ্যতালিকাভুক্ত কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য যদি রাজ্যসভা উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহলে রাজ্যতালিকাভুক্ত সেই বিষয়ে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

(ঘ) জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে যদি এক বা একাধিক চাকরি সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে বলে রাজ্যসভা মনে করে এবং যদি ওই সভায় উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহলে সংসদ সে বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

○ **উভয়কক্ষ সমান ক্ষমতাসম্পন্ন :** এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যেখানে রাজ্যসভা ও লোকসভা— উভয়ই সমান ক্ষমতার অধিকারী। যথা—

(ক) রাষ্ট্রপতি দ্বারা ঘোষিত জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণাটি উভয়কক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়।

(খ) রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং তাঁকে পদচ্যুত করার ক্ষেত্রে রাজ্যসভা ও লোকসভা সমক্ষমতা ভোগ করে।

(ঘ) সাধারণ বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে উভয় সভা সমক্ষমতাসম্পন্ন। লোকসভা বা রাজ্যসভা যে-কোনো কক্ষে সাধারণ বিল উত্থাপিত হতে পারে। কোনো কক্ষে বিলটি উত্থাপিত ও গৃহীত হলে সেটিকে অপর কক্ষে পাঠানো হয়। অপর কক্ষেও সেটি গৃহীত হতে হবে।

(ঙ) কোনো কোনো পদাধিকারীকে অপসারণের ক্ষেত্রে উভয়কক্ষ সমক্ষমতার অধিকারী। এই পদগুলি হল— নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষক, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, মুখ্য নির্বাচনী অফিসার প্রমুখ।

(চ) কিছু কিছু বিচারসংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে উভয়ের ক্ষমতা সমান। যেমন— আইনসভার অধিকার কেউ ভঙ্গ করলে অথবা আইনসভার অবমাননা করলে উভয়কক্ষই কোনো সদস্যকে বা বহিরাগতকে শাস্তিদানের অধিকারী।

প্রশ্ন : ৪। লোকসভার স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করো।
[Discuss the Powers and Functions of the Speaker of Lok Sabha.]

উত্তর। লোকসভার স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

ভারতে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নিম্নকক্ষ হল লোকসভা। লোকসভায় যিনি সভাপতিত্ব করেন, তাঁকে বলা হয় স্পিকার বা অধ্যক্ষ। স্পিকার ছাড়াও একজন ডেপুটি স্পিকারও থাকেন। সাধারণ নির্বাচনের পর লোকসভা গঠিত হলে নতুন লোকসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন স্পিকার এবং একজন ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ করেন।

স্পিকার লোকসভার সভাপতি হিসাবে কতকগুলি ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর উল্লেখযোগ্য ক্ষমতাগুলি হল—

(ক) সভার কাজ পরিচালনা : লোকসভার সভাপতি হলেন স্পিকার। এ হিসাবে তিনি সভার কাজ পরিচালনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তিনি সভার কর্মসূচি স্থির করেন। কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে, কোন্ কোন্ প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে, সরকারি পক্ষের সদস্যরা কে কতক্ষণ বলবেন, বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কে কতক্ষণ বলবেন

তা স্পিকারই স্থির করে দেন। বৈধতা-সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপিত হলে স্পিকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। স্পিকারই বৈধতা সম্পর্কিত প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার কাজ করেন। তাঁর কার্যাবলি সম্পর্কে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যায় না, অর্থাৎ, তাঁর কার্যাবলি আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে।

(খ) সভার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা : স্পিকার লোকসভায় শান্তি-শৃঙ্খলা যাতে বজায় থাকে, তার দিকে লক্ষ রাখেন এবং এ-বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। সভার সদস্যদের আচার-আচরণ সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল থাকেন। স্পিকারের অনুমতি নিয়েই প্রত্যেক সদস্যকে সভায় বক্তৃতা দিতে হয় এবং কোনো বিষয় সম্পর্কে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। কোন্ সদস্য আগে বলবেন, তা স্পিকারই ঠিক করে দেন। বিতর্ক চলাকালীন সময়ে কোনোরূপ অশালীন মন্তব্য, অপ্রাসঙ্গিক কিছু বলা অথবা আপত্তিকর আচরণের ক্ষেত্রে তিনি সদস্যদের সংযত হওয়ার নির্দেশ দানের ক্ষমতা ভোগ করেন। এ ছাড়া—

প্রথমত, অশালীন আচরণের জন্য স্পিকার কোনো সদস্যকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, অশালীন আচরণ সভার শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে এবং কোনোভাবেই যদি তাকে নিয়ন্ত্রণ করা না-যায়, তাহলে তিনি সভার কাজ সাময়িকভাবে মুলতুবি করে দিতে পারেন অথবা প্রয়োজন হলে সভার সমাপ্তিও ঘোষণা করতে পারেন।

(গ) যৌথ অধিবেশনে সভাপতিত্ব : কোনো বিল সম্পর্কে লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হলে একটি যৌথ অধিবেশন দ্বারা বিলটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়। এই অধিবেশনে লোকসভার স্পিকার সভাপতির ভূমিকা পালন করেন। স্পিকারের নির্দেশ অনুসারে যৌথ অধিবেশনের সকল কাজ পরিচালিত হয় এবং সভার নিয়মকানুন স্থির করা হয়।

(ঘ) অর্থবিল-সংক্রান্ত কাজ : অর্থবিল-সংক্রান্ত কাজগুলি হল—

প্রথমত, কোনো বিল অর্থবিল কিনা, তা নিয়ে যদি বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে স্পিকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

দ্বিতীয়ত, যেসব বিলকে তিনি 'অর্থবিল' বলে ঘোষণা করবেন, সেটি যে 'অর্থবিল'—এ সম্পর্কে তাঁকে একটি সার্টিফিকেট দিতে হয়।

(ঙ) ভোটদান-বিষয়ক কাজ : সভার আলোচ্য কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে স্পিকার যদি মনে করেন ভোট গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহলে তিনি ওই বিষয়ের ওপর ভোট নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে যদি আলোচ্য ও গৃহীত বিষয়টির ওপর পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়ে, তাহলে স্পিকার এই সংকট নিরসনের জন্য একটি ভোট দিতে পারেন। এই ভোটকে বলে 'নির্ণায়ক ভোট' বা Casting Vote। Casting Vote দ্বারা বিলটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

(চ) সদস্যদের অধিকার রক্ষা : লোকসভার সদস্যদের বেশ কিছু বিশেষাধিকার আছে। এইসব বিশেষাধিকার যাতে তাঁরা যথারীতি ভোগ করতে পারেন, তার জন্য স্পিকারকে লক্ষ রাখতে হয়। কোনো সদস্য যদি অপর কোনো সদস্যের অধিকার ভঙ্গ করেন, তাহলে স্পিকার সে বিষয়ে সতর্ক করে দিতে পারেন বা শাস্তি দিতে পারেন।

(ছ) কমিটি গঠন সংক্রান্ত কাজ : লোকসভার এমন কিছু কাজ আছে, যেগুলি সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা আবশ্যক। সংসদের এইসব কমিটিগুলির সভাপতি হিসাবে স্পিকার কাজ করেন। কমিটিগুলি যথাযথভাবে নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করতে পারছে কিনা

তা দেখাশোনা করা স্পিকারের কাজ। আবার তিনি কমিটিগুলির পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

(জ) যোগাযোগের কাজ : রাষ্ট্রপতি ও সংসদের মধ্যে স্পিকার যোগসূত্র রক্ষা করেন। তিনি রাষ্ট্রপতির বার্তা ও বক্তব্য সংসদে পেশ করেন। লোকসভার কোনো সদস্যের আবেদন-নিবেদন প্রভৃতি রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছে দেবার মাধ্যম হিসাবে স্পিকারই কাজ করেন। স্পিকার আবার লোকসভার যাবতীয় খবরাখবর রাষ্ট্রপতিকে জানান।

(ঝ) 'কোরাম'-সম্পর্কিত কাজ : যদি লোকসভায় নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না-থাকে, অর্থাৎ, যদি কোরাম (quorum) গঠিত না-হয়, তাহলে স্পিকার সাময়িকভাবে সভার কাজ স্থগিত রাখতে পারেন। তা ছাড়া সভায় বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হলে স্পিকার সাময়িকভাবে সভার কাজ বন্ধ রাখতে পারেন।

(ঞ) সদস্যপদের খারিজ সংক্রান্ত কাজ : স্পিকারের কাছে লোকসভার কোনো সদস্য পদত্যাগপত্র দিলে তিনি তা অনুসন্ধান করে দেখেন যে, পদত্যাগপত্রটি তার স্বেচ্ছাকৃত কিনা বা বলপূর্বক অথবা বাধ্যতামূলকভাবে পদত্যাগপত্রটি পেশ করা হয়েছে কিনা। আবার কোনো সদস্য এক দল ছেড়ে অন্য দলে চলে গেলে স্পিকার ওই সদস্যের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারেন এবং সদস্যপদ খারিজ করে দিতে পারেন।

● পদমর্যাদা :

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু মন্তব্য করেছিলেন যে, স্পিকার হলেন সমগ্র সভার মর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রতীক। লোকসভা যেমন সমগ্র দেশ ও জাতির প্রতিনিধিরূপে কাজ করে, তেমনি এই সভার সভাপতি হিসাবে তিনিও দেশের ও জাতির বিশেষ মর্যাদার প্রতীক হিসাবে প্রতীয়মান। স্পিকারের ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা বা যোগ্যতা, বিচক্ষণতা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি তাঁর পদের মর্যাদাকে বাড়িয়ে তোলে। সভাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাই প্রয়োজন যোগ্য ও দক্ষ একজন ব্যক্তির।

ইংল্যান্ডের কমন্সসভার স্পিকারের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, কমন্সসভায় স্পিকার পদের জন্য কোনোরূপ ভোটাভুটি হয় না। আবার কোনো ব্যক্তি স্পিকার পদে আসীন হলে তাঁর দলীয় পরিচিতি বা political identity থাকে না বলেই নিরপেক্ষভাবে তাঁর কাজ চলে। তিনি বিশেষ সম্মানের অধিকারী হন। কিন্তু ভারতে স্পিকার পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। ভারতে স্পিকার যে রাজনৈতিক দল-নিরপেক্ষভাবে কাজ করেন, তা বলা যায় না। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে স্পিকার জি. ভি. মভলঙ্কর বলেছিলেন, স্পিকারের রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ পরিত্যাগের কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর এই মন্তব্য সেই সময় বিরোধী দলকে ক্ষুব্ধ করেছিল। আবার ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে সঞ্জীব রেড্ডি স্পিকার পদে আসীন হওয়ার সময় নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য কংগ্রেসের সদস্যপদও ত্যাগ করেছিলেন। তবে সার্বিক দিক থেকে বলা যেতে পারে যে, ভারতে স্পিকার পদটি ব্রিটেনের কমন্সসভার স্পিকারের মতো বিশেষ মহিমান্বিত নয়; আবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রতিনিধি সভার স্পিকারের মতো বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্নও নয়।

এর কোনো একটি অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে। এই আইন
প্রয়োজন হলে রাজ্যতালিকাভুক্ত কোনো বিষয়ে যদি হস্তক্ষেপ করতে হয়, তাহলে সংসদ
সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

বিভাগ - গ

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। *ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম কী? কাদের নিয়ে এই আইনসভা গঠিত?*

উত্তর। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম সংসদ বা পার্লামেন্ট। এই আইনসভা গঠিত হয়—(ক) রাষ্ট্রপতি, (খ) রাজ্যসভা এবং (গ) লোকসভা-কে নিয়ে।

প্রশ্ন : ২। *ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার কয়টি কক্ষ ও কী-কী?*

উত্তর। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা— পার্লামেন্ট বা সংসদ একটি দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা।

এর উচ্চকক্ষ বা দ্বিতীয় কক্ষের নাম রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষ বা প্রথম কক্ষের নাম লোকসভা।

প্রশ্ন : ৩। *রাজ্যসভা এবং লোকসভায় কারা প্রতিনিধিত্ব করেন?*

উত্তর। সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় প্রতিনিধিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত প্রতিনিধিগণ এবং অঙ্গরাজ্যগুলি ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এবং নিম্নকক্ষ লোকসভায় ভারতের নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ।

প্রশ্ন : ৪। *রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা কত?*

উত্তর। রাজ্যসভা ২৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এঁদের মধ্যে ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন করেন। এঁদের মধ্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিরা থাকেন। বাকি ২৩৮ জন সদস্য অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভা এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

প্রশ্ন : ৫। *অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে রাজ্যসভায় সদস্যরা কীভাবে নির্বাচিত হন?*

উত্তর। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ একক-হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট পদ্ধতি দ্বারা রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচিত করেন।

প্রশ্ন : ৬। *কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে রাজ্যসভার সদস্যরা কীভাবে নির্বাচিত হন?*

উত্তর। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে যেসব প্রতিনিধি রাজ্যসভায় আসেন, তাঁরা একটি নির্বাচক সংস্থা (Electoral College)-দ্বারা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচক সংস্থা একক-হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট পদ্ধতি দ্বারা রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচিত করেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে রাজ্যসভায় সদস্যদের নির্বাচন-সংক্রান্ত পদ্ধতি সংসদ আইন করে ঠিক করে দেয়।

প্রশ্ন : ৭। *রাজ্যসভার সদস্য হতে গেলে কী-কী যোগ্যতার প্রয়োজন?*

উত্তর। সংবিধানের ৮৪নং ধারায় রাজ্যসভার সদস্য হতে গেলে কী-কী যোগ্যতা প্রয়োজন, তার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে—

(ক) প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

(খ) বয়স হতে হবে কমপক্ষে ৩০ বছর।

(গ) সংসদ আইন প্রণয়নের দ্বারা যেসব যোগ্যতা ঠিক করে দেবে, প্রার্থীকে সেইসব যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

প্রশ্ন : ৮। *সর্বভারতীয় চাকরি সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাজ্যসভার ভূমিকা কী?*

উত্তর। জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে যদি সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকে এক বা একাধিক চাকরি সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে বলে রাজ্যসভা মনে করে এবং যদি ওই সভায় উপস্থিত ও ভোট-প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন দ্বারা প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, তাহলে সংসদ সে বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

প্রশ্ন : ৯। *রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে রাজ্যসভার ভূমিকা কী?*

উত্তর। জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে সংসদকে রাজ্যতালিকাভুক্ত কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের

জন্য যদি রাজ্যসভা উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের $\frac{২}{৩}$ অংশের ভোটে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহলে রাজ্যতালিকাভুক্ত সেই বিষয়ে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

প্রশ্ন : ১০। রাজ্যসভা অনধিক কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে? বর্তমানে রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা কত?

উত্তর। রাজ্যসভা অনধিক ২৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে।

বর্তমানে রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা ২৪৫ জন।

প্রশ্ন : ১১। রাজ্যসভার কার্যকালের মেয়াদ কত বছর?

উত্তর। রাজ্যসভার কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর। তবে প্রতি ২ বছর অন্তর $\frac{১}{৩}$ অংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, রাজ্যসভা একটি স্থায়ী কক্ষ বলে একসঙ্গে সকল সদস্য অবসর গ্রহণ করেন না।

প্রশ্ন : ১২। ভারতের পার্লামেন্টের কোন্ কক্ষকে জনপ্রিয় কক্ষ বলা হয়?

উত্তর। ভারতের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ, অর্থাৎ, লোকসভাকে বলা হয় জনপ্রিয় কক্ষ। নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে এই কক্ষের সদস্যগণ নির্বাচিত হন।

প্রশ্ন : ১৩। লোকসভা অনধিক কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে?

উত্তর। লোকসভা অনধিক ৫৫২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে। এঁদের মধ্যে অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে নির্বাচিত সদস্য ৫৩০ জন; কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে নির্বাচিত সদস্য ২০ জন এবং রাষ্ট্রপতি ইঙ্গ-ভারতীয়দের মধ্যে থেকে মনোনয়ন করবেন ২ জন সদস্য।

প্রশ্ন : ১৪। লোকসভায় তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য কতগুলি সংরক্ষিত আসন আছে?

উত্তর। লোকসভায় তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। যথা—

(ক) তপশিলি জাতিভুক্তদের জন্য ৭৯টি আসন এবং

(খ) তপশিলি উপজাতিদের জন্য ৪০টি আসন।

প্রশ্ন : ১৫। লোকসভার সদস্য হতে গেলে কী-কী যোগ্যতার প্রয়োজন?

উত্তর। লোকসভার সদস্য হতে গেলে প্রার্থীকে অবশ্যই কিছু যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। যথা—

(ক) প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে;

(খ) কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে;

(গ) সংসদ আইন করে যে যোগ্যতা স্থির করে দেবে, প্রার্থীকে অনুরূপ যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

প্রশ্ন : ১৬। লোকসভার অর্থ-সংক্রান্ত ভূমিকা উল্লেখ করো।

উত্তর। অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে লোকসভার ভূমিকা এককভাবে প্রতিষ্ঠিত। যথা—

(ক) লোকসভা অর্থবিল ও অর্থ-সংক্রান্ত বিলের ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

(খ) কেবলমাত্র লোকসভায় অর্থবিল উত্থাপিত হতে পারে।

(গ) কোনো বিল অর্থবিল কিনা, তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে স্পিকার যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তাই চূড়ান্ত বলে বিবেচ্য।

(ঘ) লোকসভা তার সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যয় হচ্ছে কিনা, তার অনুসন্ধান করতে পারে।

প্রশ্ন : ১৭। সংবিধান-সংশোধনের ক্ষেত্রে লোকসভার ভূমিকা কী?

উত্তর। সংবিধান-সংশোধনের ক্ষেত্রে লোকসভা ও রাজ্যসভার ক্ষমতা সমান। এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলির ক্ষেত্রে সংবিধান-সংশোধনের জন্য অঙ্গরাজ্যের আইনসভাসমূহের অন্তত অর্ধেকের সমর্থন দরকার হয়। যেমন— রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতা বণ্টন, সুপ্রিমকোর্ট-সংক্রান্ত বিষয়, সংবিধান-সংশোধন পদ্ধতি, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ব্যাপারে, হাইকোর্ট সংক্রান্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা নিতে হয়। এই বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সংবিধান-সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন : ১৮। রাজ্যসভা ও লোকসভার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন দুটি ক্ষমতা উল্লেখ করো, যেখানে লোকসভার প্রাধান্য রয়েছে।

উত্তর। লোকসভার প্রাধান্য রয়েছে, এমন দুটি ক্ষেত্র হল—

(ক) মন্ত্রীসভা তার কাজের জন্য লোকসভার কাছে দায়বদ্ধ। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। আবার লোকসভার আস্থার ওপর মন্ত্রীসভার নির্দিষ্ট কার্যকালের পূর্বে টিকে-থাকা নির্ভর করে।

(খ) সাধারণ বিল পাশের ক্ষেত্রে লোকসভার প্রাধান্য বেশি। অর্থাৎ, কোনো বিল সম্পর্কে লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হলে, যে যৌথ অধিবেশন দ্বারা বিলটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়, তার সভাপতিত্ব করেন লোকসভার স্পিকার। কাজেই পরোক্ষভাবে লোকসভার প্রাধান্য এক্ষেত্রে বজায় থাকে।

প্রশ্ন : ১৯। রাজ্যসভা ও লোকসভার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন দুটি ক্ষমতা উল্লেখ করো, যেখানে উভয় সভাই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন।

উত্তর। রাজ্যসভা ও লোকসভা উভয়েই সমান ক্ষমতা ভোগ করে, এমন দুটি ক্ষেত্র হল—

(ক) সংবিধান-সংশোধনের ব্যাপারে এবং

(খ) রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও তাঁকে পদচ্যুত করার ক্ষেত্রে।

প্রশ্ন : ২০। রাজ্যসভা ও লোকসভার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন দুটি ক্ষমতা উল্লেখ করো, যেখানে রাজ্যসভার প্রাধান্য বেশি।

উত্তর। রাজ্যসভার প্রাধান্য রয়েছে, এমন দুটি ক্ষেত্র হল—

(ক) উপরাষ্ট্রপতিকে অপসারণের জন্য রাজ্যসভা এককভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করার অধিকারী।

(খ) জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে যদি সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকে এক বা একাধিক চাকরি সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে বলে রাজ্যসভা মনে করে এবং যদি ওই সভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের $\frac{২}{৩}$ অংশের সমর্থন দ্বারা প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, তাহলে সংসদ সে বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

প্রশ্ন : ২১। *লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হন কাদের দ্বারা?*

উত্তর। নয়া নির্বাচিত লোকসভার সদস্যদের দ্বারা লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হন।

প্রশ্ন : ২২। *লোকসভার স্পিকারের সাধারণ কার্যকাল কত বছর?*

উত্তর। লোকসভার স্পিকারের সাধারণ কার্যকালের মেয়াদ হল ৫ বছর।

প্রশ্ন : ২৩। *লোকসভার স্পিকারকে কীভাবে অপসারণ করা যায়?*

উত্তর। লোকসভার স্পিকারকে অপসারণ করার জন্য অপসারণ-সংক্রান্ত ব্যাপারে ১৪ দিন আগে একটি নোটিশ দিতে হয়। এরপর লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অপসারণ-সংক্রান্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে তিনি পদচ্যুত হন।

প্রশ্ন : ২৪। *বিষয়বস্তু ও উত্থাপকের ওপর নির্ভর করে বিলগুলিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী-কী?*

উত্তর। উত্থাপকের ওপর নির্ভর করে বিলসমূহকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) সরকারি বিল এবং (খ) বেসরকারি বিল।

আবার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে বিলসমূহকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (ক) সাধারণ বিল এবং (খ) অর্থবিল।

প্রশ্ন : ২৫। *সরকারি বিল বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। মন্ত্রীগণ যে-সমস্ত বিল বা আইনের খসড়া উত্থাপন করেন, তাকে বলা হয় সরকারি বিল।

প্রশ্ন : ২৬। *বেসরকারি বিল বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। আইনসভার সাধারণ সদস্যরা যেসব বিল বা আইনের খসড়া উত্থাপন করেন, তাকে বলে বেসরকারি বিল। বেসরকারি বিল উত্থাপন করতে গেলে অনুমতি নিয়ে অন্তত ১ মাস আগে নোটিশ দিতে হয়।

প্রশ্ন : ২৭। *সাধারণ বিল বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। অর্থনৈতিক বিষয় ব্যতীত অন্য যে-কোনো বিষয় সংক্রান্ত বিলকে বলা হয় সাধারণ বিল। সংসদের যে-কোনো কক্ষে সাধারণ বিল উত্থাপিত হতে পারে। সরকারি বা বেসরকারি যে-কোনো সদস্যই সাধারণ বিল উত্থাপন করতে পারেন।

প্রশ্ন : ২৮। *অর্থবিল বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। সংবিধানের ১১০নং ধারা অনুসারে সেইসব বিলকে অর্থবিল বলা হয়, যে-সমস্ত বিলে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক বিষয়ের উল্লেখ থাকবে। যথা—

(ক) কর আরোপ করা, বিলোপ করা, পরিহার ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়;

(খ) ভারত সরকার দ্বারা ঋণ গ্রহণ, প্রত্যাভূতি দান, নিয়ন্ত্রণ অথবা গ্রহণীয় আর্থিক দায়িত্ব বিষয়ে আইনের সংশোধন-সংক্রান্ত বিল।

(গ) ভারতের সঞ্চিত তহবিল বা আকস্মিক তহবিলের দায়িত্ব গ্রহণ, উক্ত তহবিলে অর্থ জমা দেওয়া অথবা গ্রহণ।

(ঘ) সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ বিনিয়োগ বিষয়ক বিল।

(ঙ) কোনো ব্যয়কে সঞ্চিত তহবিলের ওপর ব্যয় বলে ঘোষণা বা ওই ধরনের তহবিলের ব্যয় বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিল।

(চ) সঞ্চিত তহবিল খাতে বা সরকারি হিসাব খাতে অর্থপ্রাপ্তি বা ওই অর্থের অভিরক্ষা বা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের হিসাব পরীক্ষা সংক্রান্ত বিল।

(ছ) উপরিবর্ণিত বিষয়গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়।

প্রশ্ন : ২৯। *সরকারি বিল ও বেসরকারি বিলের দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো।*

উত্তর। সরকারি বিল ও বেসরকারি বিলের দুটি পার্থক্য হল—

(ক) সরকারি বিলের উত্থাপক হলেন মন্ত্রীরা। অপরদিকে সংসদের সাধারণ সদস্যরা বেসরকারি বিলের উত্থাপক।

(খ) বেসরকারি বিল উত্থাপন করতে গেলে অনুমতি প্রার্থনা করে অন্তত ১ মাস আগে নোটিশ দিতে হয়। অপরদিকে সরকারি বিল উত্থাপনের জন্য ১ মাস আগে নোটিশ দিতে হয় না।

প্রশ্ন : ৩০। *শাসনবিভাগকে লোকসভা যে উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলির মধ্যে যে-কোনো দুটির উল্লেখ করো।*

উত্তর। শাসনবিভাগকে লোকসভা যে উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলির মধ্যে দুটি হল—

(ক) লোকসভার কোনো সদস্য কোনো বিষয় সম্পর্কে মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

(খ) লোকসভার কোনো সদস্য মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন।

প্রশ্ন : ৩১। *ভারতীয় পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাসের দুটি কারণ উল্লেখ করো।*

উত্তর। ভারতীয় পার্লামেন্টের ক্ষমতা-হ্রাসের দুটি কারণ হল—

(ক) পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকলেও সেগুলি বাস্তবায়নের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে শাসনবিভাগের হাতে।

(খ) ক্যাবিনেট জরুরি অবস্থায় দ্রুত ও কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে সক্ষম।

বিভাগ - ক

রচনাভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। ভারতের সংবিধান-সংশোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করো।
[Discuss the different methods of amendment of the Constitution of India.]

উত্তর। ভারতীয় সংবিধান-সংশোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি

সংবিধান লিখিত বা অলিখিত, যাই হোক-না-কেন, দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানেরও পরিবর্তন বা সংশোধন প্রয়োজন। পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে সংবিধান সাযুজ্যসম্পন্ন না-হলে দেশের মানুষের জীবনযাত্রায় নানা বাধা উপস্থিত হতে পারে। বিশ্বের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রেও বর্তমানে যে-কোনো দেশের সংবিধানের পরিবর্তন প্রয়োজন। পদ্ধতিগত দিক থেকে লর্ড ব্রাইস সংবিধান-সংশোধন পদ্ধতিকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন— সুপরিবর্তনীয় সংবিধান এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। যে সংবিধান সাধারণ আইনপ্রণয়নের পদ্ধতির রীতি অনুসরণ করে পরিবর্তন করা হয়, তাকে বলে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান। যেমন— যুক্তরাজ্যের সংবিধান। আবার যে সংবিধান 'বিশেষ পদ্ধতি'-র রীতি অনুসরণ করে পরিবর্তন করা হয়, তাকে বলে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। যেমন— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান।

ভারতের সংবিধান— লিখিত। কিন্তু ভারতে সংবিধান-সংশোধন পদ্ধতির ক্ষেত্রে যেমন সম্পূর্ণভাবে সুপরিবর্তনীয় রীতি গ্রহণ করা হয়নি, তেমনি সম্পূর্ণভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় রীতিও গ্রহণ করা হয়নি। এখানে সংবিধান-সংশোধনের ব্যাপারে সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। অর্থাৎ, সংবিধানের কোনো কোনো ধারা সাধারণ আইনপ্রণয়ন

পদ্ধতি দ্বারা সংশোধিত হয়, আবার কোনো কোনো ধারা পরিবর্তন বা সংশোধন করতে গেলে 'বিশেষ পদ্ধতি' অবলম্বন করতে হয়। ভারতের সংবিধানের ৩৬৮নং ধারায় সংবিধান-সংশোধন পদ্ধতিটি লিপিবদ্ধ আছে।

[redacted] :

সংবিধানের ৩৬৮নং ধারা অনুসারে সংবিধান-সংশোধনের তিনটি পদ্ধতি পাওয়া যায়। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ভারতীয় সংসদ কেবলমাত্র আইনপ্রণয়নের গতানুগতিক ক্ষমতাই ভোগ করে না, বিশেষ কিছু সাংবিধানিক ক্ষমতাও আছে। যেমন—

প্রথমত, সংবিধানের এমন কতকগুলি ধারা আছে, যা সংসদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে এককভাবে সংশোধন করা যায়। অর্থাৎ, এখানে 'বিশেষ পদ্ধতি' অনুসৃত হয় না। শুধুমাত্র সাধারণ বিল পাশের পদ্ধতি অবলম্বন করলেই চলে। সংসদের উভয়কক্ষে সংশোধনী বিলটি গৃহীত হলে তা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতি ওই বিলে সম্মতি জানালে তা আইনে পরিণত হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অথবা প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সম্মতির দরকার হয় না। এই পদ্ধতি অনুসারে যেসব ধারার পরিবর্তন করা যায়, তা হল—

(ক) নতুন রাজ্য গঠন কিংবা রাজ্য পুনর্গঠন কিংবা পুরোনো রাজ্যের সীমানা অথবা রাজ্যের নাম পরিবর্তন ;
(খ) প্রাদেশিক আইনগুলির দ্বিতীয় কক্ষ বা উচ্চকক্ষের (বিধান পরিষদের) সৃষ্টি অথবা বিলুপ্তি;
(গ) সংসদ-সদস্যদের বিশেষাধিকারসমূহ;
(ঘ) সংসদের 'কোরাম' অর্থাৎ ন্যূনতম উপস্থিতির সীমা-বিষয়ক নিয়মের পরিবর্তন;
(ঙ) সংসদ-সদস্যদের বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত বিষয়;
(চ) সুপ্রিমকোর্টের এক্তিয়ার-বৃদ্ধির বিষয়গুলি;
(ছ) ভারতের সরকারি ভাষা;
(জ) ভারতের নির্বাচন এবং নির্বাচনী এলাকার সীমানা-নির্ধারণ-সংক্রান্ত বিষয়;
(ঝ) ভারতের নাগরিকতা-সংক্রান্ত বিষয়;
(ঞ) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সম্পর্কিত বিষয়;
(ট) তপশিলি জাতি এবং উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।

দ্বিতীয়ত, সংবিধানের এমন কিছু অংশ আছে, যেগুলিকে পরিবর্তন করতে গেলে বা সংশোধন করতে গেলে সংসদের উভয়কক্ষেই মোট সদস্যের বেশিরভাগ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের $\frac{২}{৩}$ -অংশের সমর্থন একান্তভাবেই দরকার। এইভাবে সংসদের প্রত্যেকটি কক্ষ দ্বারা যদি পরিবর্তন বা সংশোধন সমর্থিত হয়, তাহলে বিলটিকে রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর সম্মতিলাভের জন্য পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করলে বিলটি গৃহীত হয়েছে বা আইনে পরিণত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে যেসব ধারার পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়, তা হল—

(ক) সংবিধানের তৃতীয় অংশে (Part III) বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি এবং সংবিধানের চতুর্থ অংশে (Part IV) বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলি।
(খ) তা ছাড়া, প্রথম পদ্ধতি ও শেষ পদ্ধতি-দুটিতে বর্ণিত যেসব ধারা সংশোধন করা যায়, সেগুলি বাদে অন্যান্য অংশগুলি এই পদ্ধতি দ্বারা সংশোধিত হবে।

যে-স্বাধিকার ও ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়, তা পুরোপুরিভাবে ভারতে কার্যকর নেই। এই কারণে বলা যায়, ভারতের সংবিধান-সংশোধন পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

বিভাগ - গ

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। *সংবিধান-সংশোধনের পদ্ধতিগত দিক থেকে সংবিধানকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী-কী?*

উত্তর। সংবিধান-সংশোধনের পদ্ধতিগত দিক থেকে সংবিধানের দুটি ভাগ— (ক) নমনীয় (flexible) সংবিধান এবং (খ) অনমনীয় (rigid) সংবিধান।

প্রশ্ন : ২। *সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। যে সংবিধান সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি দ্বারা পরিবর্তন করা যায়, সেই সংবিধানকে বলা হয় সুপরিবর্তনীয় সংবিধান। এইরূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আইনসভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের বেশিরভাগের সমর্থনের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের ক্ষেত্রে সংবিধান-সংশোধনের ক্ষমতা (Constituent power)-র সঙ্গে সাধারণ আইন সৃজন ক্ষমতা (Law-making power)-র মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করা হয় না। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে সাধারণ বিল অনুমোদন ও সংবিধান-সংশোধন একই পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল— গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধান।

প্রশ্ন : ৩। *দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। যে সংবিধান সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি দ্বারা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, 'বিশেষ পদ্ধতি' অবলম্বন করে সংবিধান সংশোধন করা হয়, তাকে বলে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের ক্ষেত্রে সংসদের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংশোধনী বিলকে রাজ্যগুলির সম্মতির জন্য পাঠাতে হয়। অর্থাৎ, রাজ্যগুলিরও

সম্মতির প্রয়োজন হয়। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান।

প্রশ্ন : ৪। *ভারতের সংবিধানের কত নং ধারায় সংবিধান-সংশোধনের কথা বলা হয়েছে?*

উত্তর। ভারতের সংবিধানের ৩৬৮নং ধারায় সংবিধান-সংশোধনের কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ৫। *ভারতের সংবিধান কী সুপরিবর্তনীয়, না, দুষ্পরিবর্তনীয়?*

উত্তর। ভারতের সংবিধান পুরোপুরি সুপরিবর্তনীয় নয়, আবার পুরোপুরি দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। ভারতের সংবিধানে সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটেছে।

প্রশ্ন : ৬। *আদালতের কোন্ মামলার রায়ে এ কথা বলা হয়েছিল যে, সংসদ সংবিধানের 'মৌল কাঠামোর' পরিবর্তন করতে পারে না?*

উত্তর। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে 'কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য মামলা'য় ভারতের সুপ্রিমকোর্ট রায় দিয়েছিলেন যে, সংসদ সংবিধান-সংশোধন দ্বারা সংবিধানের 'মৌল কাঠামো'র পরিবর্তন করতে পারে না।

প্রশ্ন : ৭। *'পৌর ব্যবস্থা' সম্পর্কিত সংশোধন কবে এবং কততম সংবিধান-সংশোধনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?*

উত্তর। 'পৌর-ব্যবস্থা' সম্পর্কিত সংশোধন ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ৭৪তম সংবিধান-সংশোধনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

প্রশ্ন : ৮। *ভারতের সংবিধানে 'মৌলিক কাঠামোর' অন্তর্গত দুটি বিষয়ের উল্লেখ করো।*

উত্তর। ভারতীয় সংবিধানে 'মৌলিক কাঠামোর' অন্তর্গত দুটি বিষয় হল— (ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং (খ) ধর্মনিরপেক্ষতা।

প্রশ্ন : ৯। *সংসদ সংবিধান-সংশোধন দ্বারা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন করতে পারে কী?*

উত্তর। সংসদ সংবিধান-সংশোধন দ্বারা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর কোনোরূপ পরিবর্তন করতে পারে না।

প্রশ্ন : ১০। *কবে এবং কততম সংবিধান-সংশোধন দ্বারা দলত্যাগ বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে?*

উত্তর। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ৫২-তম সংবিধান-সংশোধন দ্বারা দলত্যাগ বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রশ্ন : ১১। *মৌলিক অধিকার সম্পর্কে 'গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য সরকার' মামলায় সুপ্রিমকোর্টের রায় কী ছিল?*

উত্তর। মৌলিক অধিকার সম্পর্কে 'গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে, সংসদ বা আইনসভা মৌলিক অধিকারের সংকোচন অথবা সংশোধন করতে পারবে না। আইন প্রণয়ন দ্বারা সংসদ যদি মৌলিক অধিকারের কোনোরূপ সংকোচন

বা পরিবর্তন করে, তাহলে তাকে সংবিধানের ১৩(২)নং ধারা অনুযায়ী অবৈধ বলে ধরা হবে।

প্রশ্ন : ১২। *সংবিধান-সংশোধনের প্রথম পদ্ধতিটি উল্লেখ করো।*

উত্তর। সংবিধান-সংশোধনের প্রথম পদ্ধতি অনুসারে সাধারণ বিল পাশের নিয়মটি কার্যকর হয়েছে। এই নিয়মানুসারে সংসদের উভয়কক্ষে সংশোধনী বিলটি গৃহীত হলে, তা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতি ওই বিলে সম্মতি জানালে তা আইনে পরিণত হয়।

প্রশ্ন : ১৩। *সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতে সংশোধিত হতে পারে এমন দুটি বিষয়ের নাম উল্লেখ করো।*

উত্তর। সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতে সংশোধিত হতে পারে এমন দুটি বিষয় হল—

(ক) নতুন রাজ্য গঠন কিংবা রাজ্য পুনর্গঠন কিংবা পুরোনো রাজ্যের সীমানা অথবা রাজ্যের নাম পরিবর্তন;

(খ) সংসদের 'কোরাম' অর্থাৎ ন্যূনতম উপস্থিতির সীমা-বিষয়ক নিয়মের পরিবর্তন।

প্রশ্ন : ১৪। *সংবিধান-সংশোধনের দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কী বলা হয়েছে?*

উত্তর। সংবিধানের এমন কিছু অংশ আছে, যেগুলিকে পরিবর্তন করতে গেলে বা সংশোধন করতে গেলে সংসদের উভয়কক্ষেই মোট সদস্যের বেশিরভাগ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের $\frac{2}{3}$-অংশের সমর্থন একান্তভাবেই দরকার। এইভাবে সংসদের প্রত্যেকটি কক্ষ দ্বারা যদি বিলটি সমর্থিত হয়, তাহলে বিলটিকে রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর সম্মতিলাভের জন্য পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করলে বিলটি আইনে পরিণত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

প্রশ্ন : ১৫। *কেন বলা হয় যে, ভারতীয় সংবিধান— সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার সংমিশ্রণ?*

উত্তর। ভারতের সংবিধানে এমন কিছু অংশ আছে, যেগুলির পরিবর্তন করতে গেলে সাধারণ আইনপাশের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে এককভাবে সংশোধন করা যায়। এই পদ্ধতিকে সুপরিবর্তনীয় পদ্ধতি বলে। আবার সংবিধানে এমন কিছু অংশ বা ধারা আছে, যেগুলিকে পরিবর্তন করতে গেলে জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। এক্ষেত্রে আইনসভার $\frac{2}{3}$-অংশের যেমন সমর্থন প্রয়োজন, তেমনি রাজ্য আইনসভাগুলিরও অর্ধেকের সমর্থন দরকার হয়। এই পদ্ধতিকে দুষ্পরিবর্তনীয় পদ্ধতি বলে। তাই, ভারতের সংবিধান পুরোপুরি সুপরিবর্তনীয় বা পুরোপুরি দুষ্পরিবর্তনীয় নয়— বরং উভয়ের সংমিশ্রণ বলা যায়।